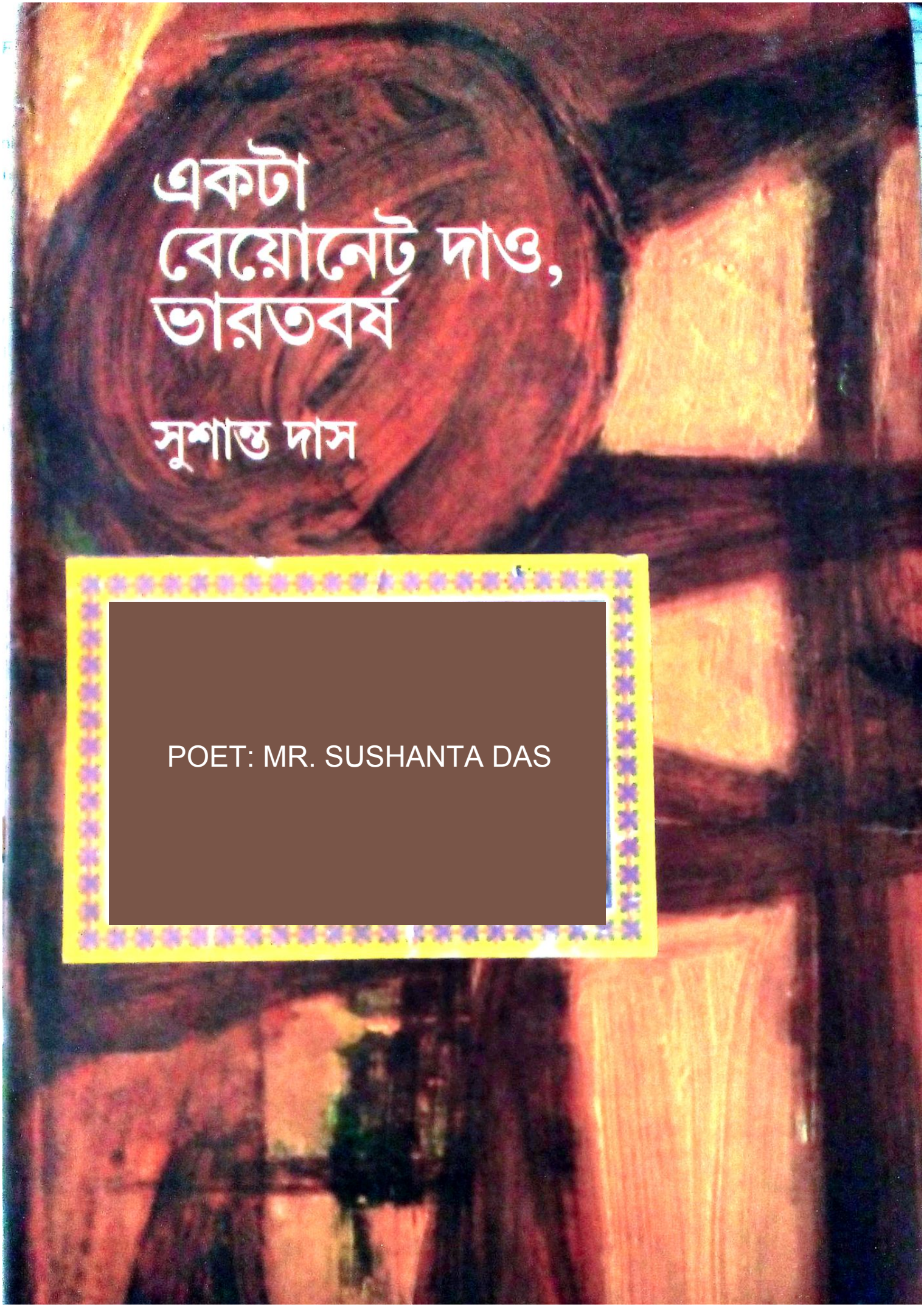

একটা
বেয়োনেট দাও,
ভারতবর্ষ
সুশান্ত দাস
POET: MR. SUSHANTA DAS

# একটা বেয়োনেট দাও, ভারতবর্ষ

# একটা বেয়োনেট দাও, ভারতবর্ষ

## সুশান্ত দাস

১০ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০
প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা ১০ বি কলেজ রো কলকাতা -৯
মো: ৯৮৩১১১০৯৬৩
মুদ্রক : মিনতি প্রিন্টার্স, ১২ টেমার লেন কলকাতা -৯
প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল
দাম : ৪০.০০

# একটা বেয়োনেট দাও, ভারতবর্ষ

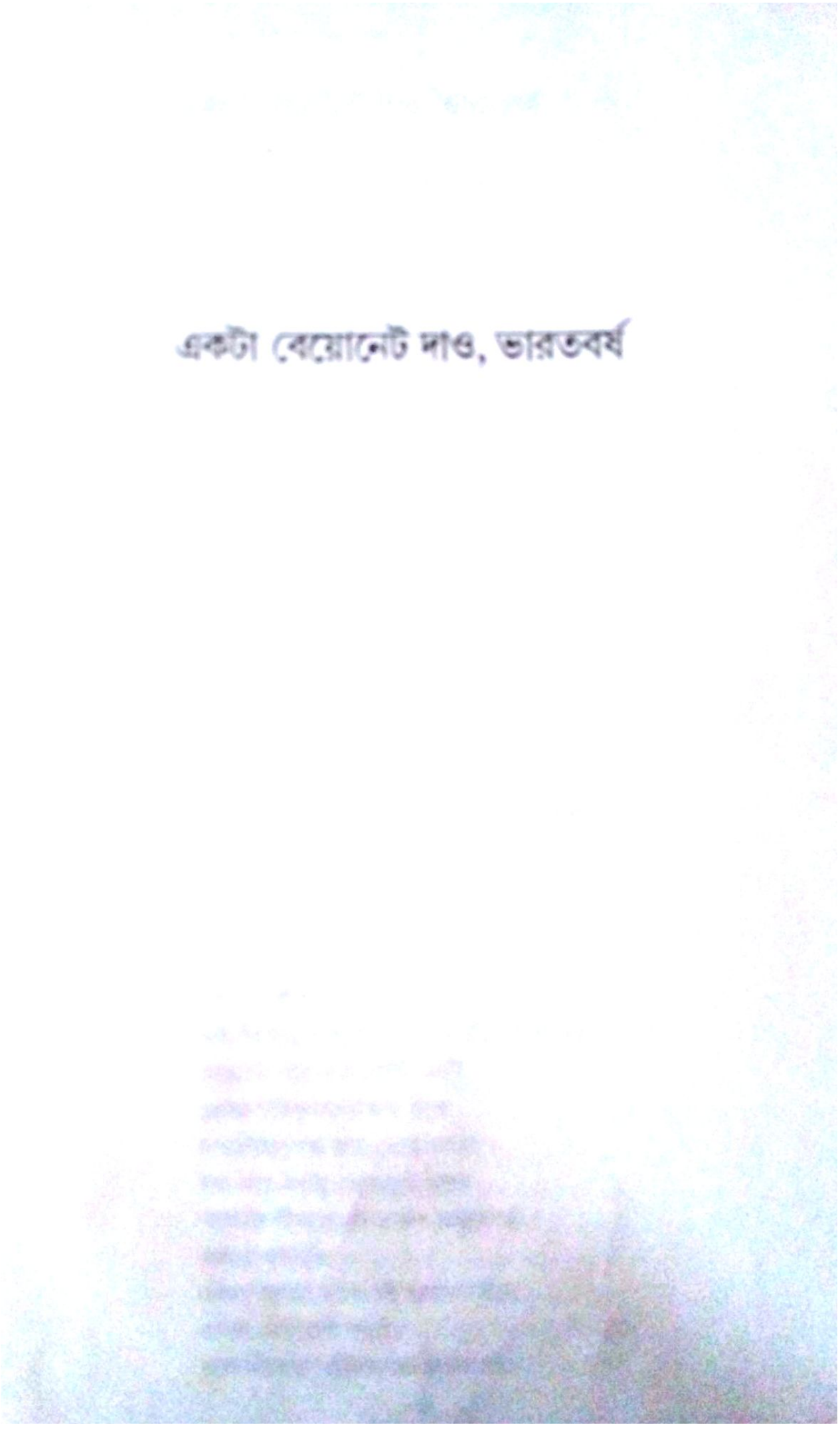

# এক মিনিট সবার

এক মিনিট সময় আছে ওঁদের নিয়ে ভাববার?
এক মিনিট সময় আছে ওঁদের জন্য প্রার্থনার?
খ্রীষ্টমাস ইভ আজ, সারাদেশে হৈ চৈ।
একমাস হলো আজ মুম্বই বিস্ফোরণের,
খাণ্ডেলকার ফ্যামিলিতে জ্বলেনি কোনো মোমবাতি,
এক মেয়ে একা শুয়ে মেঝেতে আজ,
থেকে থেকে ডুকরে কাঁদছে খাণ্ডেলকারের বিধবা স্ত্রী।
বুধবার ছুটির দিন থাকলেও
কামা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিল মানুষটা
মুখোমুখি গুলির লড়াই সন্ত্রাসবাদীদের সাথে
ওর বাবা ফেরেনি আর বাড়ীতে।
চার বছরের মেয়েটা দিনের বেলায়
দাপিয়ে বেড়ায় সারা বাড়ি
আর রাতে কেঁদে ওঠে
রোজ রাতে কেঁদে কেঁদে ওঠে
বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোবার মানুষটা নেই ওর।
বাবা নেই ওর।
কোনোখানে নেই ওর বাবা।
এক মিনিট সময় আছে ওঁদের নিয়ে ভাববার?
জানি এ পৃথিবী থেমে নেই
এ পৃথিবী থেমে থাকে না কারো জন্যে
তবু খাণ্ডেলকাররাই তো আমাদের চলার পথের
সব কাঁটাকে মসৃণ করে অনবরত।
কজন শহীদের মায়ের, শহীদের বিধবার খোঁজ নেয়?
টিনের ঘরে আজও অপেক্ষায় বাঘেলার বুড়ি মা
সন্ত্রাসের বুলেট যাকে মুছে দিলো চিরতরে।
ঠাকুর বাঘেলার বিধবা
বছর পঁচিশ বয়স হবে
তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আজ একা এ পৃথিবীতে।
এক মিনিট সময় আছে ওদের নিয়ে ভাববার?
এক মিনিট সময় দেবেন
নিঃশব্দে ঘরে বসে ওদের জন্যে প্রার্থনায়?
কিছু কি উপায় নেই
বীর শহীদের নিথর পরিবারের পাশে দাঁড়াবার?
একটাই তো জীবন আমার-আপনার-সবার।

# পাপ্পা

কোথায় হারিয়ে গেলে পাপ্পা?
আজও স্পষ্ট শুনতে পাই
"ইউ আর মাই সুইট লিটল ডটার
আই লাভ ইউ সো মাচ্।"
সকাল হলেই আজও আমি
সাদা ফ্রক নীল স্কার্টের ছোট্ট বনি হয়ে যাই,
আর একটিবার জুতোর লেস বেঁধে দেবে পাপ্পা?
বৃষ্টিভেজা দিনগুলোতে স্কুলের পথে
রেনকোট পরানোর জন্য তোমার পাগলামো
ভুলতে পারি না পাপ্পা,
আমি তোমার বাধ্য মেয়ে হইনি কখনো
যা বলতে তার উল্টোটা করতাম
খুব রেগে যেতে তুমি, তবু সামলে
নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে।
আজ আর কেউ বলে না
"ঘুম থেকে উঠে ভালো করে ব্রাশ করো না কেন বনি?
শুনছো বনিকে কমপ্ল্যান দাও,
সোনা মা বাইরে থেকে এসে হাত পা ক্লিন করতে হয়,
মেক ইট এ হ্যাবিট।"
আজ আর কেউ হাতটা ধরে
রাস্তা পার করায় না পাপ্পা,
তোমার মতো আর কেউ কক্ষনো বোঝেনি আমায়।
আজও সন্ধ্যে হলে তাতাইকে নিয়ে সেন্ট্রাল পার্কে যাই
ও দোলনা চড়ে, স্লিপে চড়ে
আর আমি বকুল গাছের পাশে
গোল গোল হয়ে ঘুরি
হাতড়ে ফিরি তোমার ছোঁয়া এদিক ওদিক।
পাপ্পা জানো?
তোমার পাসপোর্ট সাইজ ফটোটা আমি
নিয়ে বেড়াই আমার পার্সে,
সাহস করে বের করি না,
তাকাতে পারি না তোমার মুখের দিকে।
আজ একটিবার আসবে ফিরে আমার পাশে?

পায়ের পাশে একটুক্ষণ বসবো পাপ্পা
একটিবার ডাকবে আমায় অমন করে —
"সোনা মা টিফিন ফেরত আনিস না
শরীর খারাপ করবে।"
স্কুলের গেটে বলবে আমায় —
"বনি ডোন্ট রান, বুকে টুকে না লাগে,
সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটো"
পাপ্পা জানো আমাকে রোজ স্লিপিং পিল খেতে হয়
আজ একবার মিষ্টি সুরে গাইবে তোমার
সেই ঘুমপাড়ানি গান?
"এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায় স্বপ্ন-মধুর মোহে ....।
পাপ্পা — পাপ্পা
কোথায় হারিয়ে গেলে পাপ্পা
চারিদিকে শুধু অন্ধকার
তুমি জানো না এই অন্ধকারে আমি ভয় পাই?
লোডশেডিং হলেই তো তুমি চেঁচিয়ে উঠতে
"সোনা মা যেখানে আছো নড়বে না,
আই এম কামিং"
আজ চারিদিকে ঘন অন্ধকার,
পাপ্পা — পাপ্পা
একটিবার এসো ফিরে আমার পাশে
একটিবার ডাকো আমায় অমন করে
একটিবার বাঁধবে আমার জুতোর ফিতে?
একটিবার চুলের ফিতে, চোখের কাজল
একটিবার নেবে আমায় বুকের কাছে?
একটিবার ডাকবে আবার অমন করে?
একটিবার দেখবো ছুঁয়ে তোমার পরশ
একটিবার বসবো তোমার পায়ের পাশে
পাপ্পা — পাপ্পা
কোথায় হারিয়ে গেলে — পাপ্পা ?

# উইন্ডস্ক্রিন

আমার দুধসাদা গাড়ির ঠান্ডা উইন্ডস্ক্রিনে
একটু একটু বাষ্পের চাদর জমেছিলো সেদিন,
হাইওয়ের দুপাশ ঘেঁসে টানটান ইউক্যালিপটাসের
পাতায় পাতায় স্পষ্ট ক্যালিপসোর সুর,
একটি দুটি স্পীডব্রেকার
নিমেষে পেরিয়ে যাচ্ছিলাম আপন খেয়ালে,
ঝাপসা হয়ে আসা লালচে আকাশের গায়ে গায়ে
টুকরো মেঘের অস্পষ্ট চলাফেরা তখনও স্পষ্ট,
ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেছিলো
ঠিক তখন থেকেই,
একটা দুটো ভেজা দেবদারুর পাতা
আর পাশে পাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলের
ভেজা অনুভূতি আমার উইণ্ডস্ক্রিনের কাচে,
ঠিক তখনই ঝাপসা বৃষ্টির ছাঁটে
আমার বনেটে আছড়ে পড়লে তুমি,
মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে এসেছি স্টিয়ারিং থেকে
নিমেষে আবছা হয়ে গেছে আমার সানগ্লাসের কাঁচ,
তবু বনেটে লেপটে থাকা দেবদারু,
কৃষ্ণচূড়ার ফুল আর তোমাকে পাশে পেয়ে
সেই নিশব্দ নির্জন দুপুরে
অঝোরে বৃষ্টি নেমেছিলো হাইওয়ের মাঝখানে
বৃষ্টি নেমেছিলো বুঝি বছর পনেরো পরে
অনেকক্ষণ ধরে
সেই নিঃশব্দ দুপুরে
তোমায় আমায় একলা পেয়ে
ঝাপসা বৃষ্টি নেমেছিলো দুচোখ বেয়ে।

# ডিভোর্স

মা
ও মা, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে?
আমার মাথার যন্ত্রণা একটুও কমে না মা —
ওমা শুনছো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি মা?
কাল থেকে তো গোটা মাস বিছানায়
হাতড়ে বেড়াবো তোমাকে।
বাবা কাল সকাল সকাল নিতে আসবে,
আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাবার অফিস,
আমি একা একা ঠাণ্ডা জলে চান করতে পারি না মা
কে তোমার মতোন তেল মাখিয়ে দেবে বলো?
কে আমায় গরম জল করে দেবে?
মা তুমি কাঁদছো বালিশ চাপা দিয়ে?
কাঁদছো কেনো মা?
আমি ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।
হ্যাঁরে ছোটোন, বাবা অফিস ছুটি নেয় না তুই গেলে?
বাবার অফিসে খুব কাজের চাপ শুনেছি,
বাবা না রোজ আমার জন্যে কিছু না কিছু
নিয়ে আসবেই অফিস থেকে,
বিকেল বিকেল ফিরে আসে যত কাজ থাকুক
আমাকে সাউথসিটি-নিক্কোপার্ক-বিগবাজার
সবজায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়।
মা, বাবা না রাত্রে ঘুমোয় না জানো?
আমি তো মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করি তোমার জন্যে
আর চুপটি করে শুয়ে থাকি
পাছে বাবা কষ্ট পায়!
বাবা শুধু সিগারেট খায় আর টিভিতে খবর দেখে
কি সব ভাবে আর মাঝে মাঝে
আমার মাথায় হাত বোলায়।
বাবাটা বোকা, ভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি
সারাটা রাত আমিও ঘুমোই না, বাবাও ঘুমোয় না
সকালে উঠতে উঠতে নটা বেজে যায় দুজনের
সেজন্যই তো আমার রোজ স্কুলের লেট
বাবারও অফিস লেট,

স্কুলের আন্টি রোজ বকুনি দেয় মা
ওই যে রোজ দেরী হয়ে যায়!
মা কাঁদছো তুমি?
কেন কাঁদছো?
তবে কালকে আমার সাথে চলো যাই বাবার কাছে।
মা, তুমি না সেই যে বলেছিলে
ওটাই তোমার বাড়ি, বাবার বাড়িই তোমার বাড়ি।
মা, আমি হাত দিয়ে খেতে পারি না
অতো বই গুছোতে পারি না
একা একা অতো হোমওয়ার্ক —
ইংলিশ, ম্যাথস, বেঙ্গলি, জিকে ... পারি বলো?
প্যান্ট, জামা কেন পরিয়ে দাও এ বাড়িতে এলে?
কেন খাইয়ে দাও তবে এখানে এলে?
কেন সব বই খাতা নিয়ে আসতে বলো এ বাড়িতে?
ওখানে আমায় কে ক'রে দেবে এসব বলো?
তবে বাবা আমায় রাতে খাইয়ে দেয়,
বাবা না ড্রেস পরাতে পারে না,
উল্টো টেপজামা পরিয়ে দিয়েছিলো সেদিন,
আমি খুব ক'রে বকে দিয়েছি বাবাকে,
আমাকে রোজ ভূতের গল্প শোনায় বাবা
তুমি কেন ভূতের গল্প শোনাও না?
ঘুমিয়ে পড়্ ছোটোন অনেক রাত হলো,
কাল আবার সকাল সকাল তোর বাবা আসবে
ঘুমিয়ে পড়্ তাড়াতাড়ি।
কলিং বেল টিপেই বাবা দাঁড়ায় না,
একটু এগিয়ে যায় মার বাড়ি থেকে,
বাবার এই অভ্যেসটা আমার একদম ভালো লাগে না।
ছোটোন আয় তাড়াতাড়ি
আমার অফিসে দেরী হয়ে যাবে,
আয় আয়, মাথাটা সামলে গাড়িতে ওঠ —
এক্ষুনি লেগে যেতো!
মাকে টাটা ক'রে দে ছোটোন, মা দাঁড়িয়ে আছে।
তোর শরীর কেমন আছে ছোটোন?
কাল একবারও ফোন করলি না যে?
মার কাছে গেলে তোর বাবার কথা মনে থাকে না,

নারে?
তুই আমায় ভালোবাসিস ছোটোন?
হ্যাঁগো বাবা।
বেশী না কম?
বেশী বেশী।
আমিও তোকে বেশী বেশী ভালোবাসি ছোটোন।
বাবা, তুমিও তো আমায় ফোন করো না মায়ের কাছে এলে?
মায়ের নম্বর কি তুমি জানো না?
অলকাদিদি তোমায় চান করিয়ে খাইয়ে দেবে
তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নেবে কেমন?
বাবা, বইটা গুছিয়ে দেবে তো নাকি?
বাবা, জুতোর ফিতেটা আমি বাঁধতে পারি না,
ও বাড়িতে গেলে মাও পারে না,
তুমি না থাকলে কি প্রবলেম বলো তো ওখানে গিয়ে!
বাবা আজকে কোথায় যাবো আমরা?
আমি তোমার অপশন দিচ্ছি বাবা
এন-এস-বি-ডব্লু,
চল্ ছোটোন, বি মানে বিগবাজারেই যাবো
অফিস থেকে ফিরে,
বাবা মাকে ছাড়া ভালো লাগে না বেড়াতে যেতে রোজ রোজ
তুমিও তো সেদিন অলকাদিদিকে ডাকতে গিয়ে
মাকে ডেকে ফেললে?
বাবা, মাকে ছাড়া আমার ঘুম হয় না রাতে।
ছোটোন মায়ের কাছে যাবি?
না বাবা তোমার কাছেই থাকবো
মাকে কি নিয়ে আসতো পারো এখানে?
তোমার আর মায়ের মাঝখানে শুলে
আমি একটু ঘুমোতে পারি বাবা।
তুমিই তো বলতে —
"ছোটোন, তোর শোয়া খারাপ
মামাই-এর ঘাড়ে পা তুলে দিস্
আমার দিকে ফিরে শো।"
আমি তোমার দিকে ফিরে
ভূতের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম,
একটা পা আমার মায়ের গায়ের ওপরই থাকতো

তুমি জানতেও পারতে না।
আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হয় বাবা,
স্কুলে কিছ্ছু পড়া বুঝতে পারছি না
কিছ্ছু মাথায় ঢুকছে না আমার।
মাকে কদিন আমাদের কাছে আনতে পারো বাবা?
মাকেও আমি কাঁদতে দেখেছি রাতে,
বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদতে দেখেছি মাকে।
বাবা, ও বাবা,
বাবা!

# রেড রোড

টেমস নদী বয়ে যাচ্ছিল রেড রোড ধরে,
ময়দানটা কেমন গরান সুন্দরী গাছে গাছে ভরে গিয়েছিল
হরিণের দল নিশ্চিন্তে জল খাচ্ছিল টেমসের ধারে এসে,
বাঘ, শেয়াল, বুনো বাঁদরের পায়ের ছাপ
স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম ময়দানের ঝোপে-ঝাড়ে,
মাধবীলতার ছেঁড়া-ছেঁড়া বাস আর
শিউলিফুলের স্নিগ্ধ অনুভূতি ছড়ানো ছিলো গোটা রাজপথে
যে রাজপথটা ময়দান আর ভিক্টোরিয়ার
পেট চিরে মিশেছে টেমসের শরীরে।
টেমস নদীটা রেসকোর্সের ধার দিয়ে
খিদিরপুর হয়ে জেমস লং পেয়েছিলো
ডায়মণ্ডহারবারের পথে,
ভিক্টোরিয়ার পরী সাঁঝের বেলায় সাদা ড্রেসিং গাউনে
টেমসের জলে সাঁতার কাটছিল,
ডলফিনেরা জলের ওপর লাফিয়ে উঠছিলো
পরীর পাশে পাশে,
কথা ছিলো দেখা হবে জল-জোছনার মোহনায়।
ছায়াছায়া পথ আধো আধো রং জোৎস্নার,
হাঁটছি আমি পরীর সাথে সমান্তরাল,
ভিক্টোরিয়ার ধারে টিমটিমে ল্যাম্প, ছ্যাকরা গাড়ীর কলরব,
পেরিয়ে গিয়েছি এক ক্রোশ পথ নীল নীল জলে,
চকচকে জল মায়াবী শুধুই নাকি মরীচিকা!
পরীর দিকে চেয়ে থাকি তবু অপলক,
জল জোছনার মোহনা আমায় হাতছানি দিয়ে দূরে সরে যায়,
পরীর নেশায় মাতাল আমি —
দামাল নদী আমায় জাপটে রাখে বুকের মাঝে,
জনজোছনার হলুদ মোহনা
আগুন রঙে হাতছানি দিয়ে ডাকে,
টেমস্ নদী আমায় জাপটে রাখে
জল-জোছনা আগুন রঙে কেবলই হাতছানি দিয়ে ডাকে।

# উত্তরের দক্ষিণ

কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে সেই বিকেল থেকে
উত্তরে বাতাসে আজ কৈশোরের ছাপ,
ঈশান কোণে জমাট মেঘের আনাগোনা
যেন একমাথা খোলা চুলের অগোছালো সুন্দরী
উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পুবপারে,
উত্তর তবু নিরুত্তর আজ।
পুবের দাওয়ায় ক্ষণিকের বিশ্রামের ফুরসত নেই তার
ক্ষণিকের ভালোবাসার যুগ শেষ,
পুবের বুকে মাথা রেখে শুয়ে বসে কাটিয়েছে অনেককাল,
উত্তরের সত্যিই ফুরসত নেই এসবের,
দক্ষিণপারে দাঁড়িয়ে আজ ফুটফুটে অষ্টাদশী শীত।
পুবপারের বাতাসে বার্ধক্যের আনাগোনা
আর কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে উত্তরের গোটা শরীরে,
দমভোর অক্সিজেন নিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে
উত্তর একছুট দিলো দক্ষিণপানে,
একবুক দম্‌কা হাওয়ার দম্ভে
দক্ষিণ খোলা জানালা ভেদ ক'রে
দক্ষিণের দরজায় জলছবির মতো লেপটে যায় উত্তর,
উত্তরীয় পড়ে রয় জানালার কোন ঘেঁসে,
একখানা উলঙ্গ উত্তর —
লেপকাঁথা মুড়ি দেওয়া অষ্টাদশী দক্ষিণের বুকে
ঝাঁপ দেবার বেলায়
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে,
দক্ষিণের ফায়ার প্লেসে গ্যাসহিটার জ্বলে ওঠে,
জ্বলন্ত আধপোড়া উত্তর —
ফায়ার প্লেসের ধারে লেপকাঁথা মুড়ি দেওয়া
দক্ষিণের বুকে ঝাঁপ দিতে থাকে সারারাত।
ঝাঁপ দিয়ে থাকে গোটারাত।

# পঞ্চাশ বছর পর

এ পৃথিবীর যত ভালো যত মন্দ
সব থেকে যাবে আগের মতোন,
এই জনকোলাহল কর্মব্যস্ততার মাঝে
মুখ গুঁজে থাকবে গোটা শহর।
কোনো এক শীতের সকালবেলায়
আজ থেকে বছর পঞ্চাশ পরে
ওই জানালার পাশে পরে থাকবে
শুধু সাদা খাতার গন্ধ,
যেখানে আমি উবু হয়ে শুয়ে থাকতাম,
হিজিবিজি আঁকিবুকি কাটা সাদা খাতার গন্ধ।
অন্য কেউ অন্য কোনো জানালায়
এভাবেই কি খাতা খুলে বসে থাকবে
এই অস্থির দুপুরবেলায়?
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের
কোনো এক গ্রীষ্মের দাবদাহে
কিংবা বর্ষণমুখর ক্লান্ত সন্ধ্যেবেলায়
হন্তদন্ত কোনো কবির পায়ের ছাপ
আবারও ধরা থাকবে আমার গলি
আমার চেনা গলির প্রতিটি পদক্ষেপে।
আজ থেকে বছর পঞ্চাশ পরে
যদি এই কবিতাটি হাতে পড়ে,
যদি এই কবিতাটি পাঠ করা হয়
কোনো এক অস্থির দুপুরবেলায়,
যদি আমার কবিতা পাঠ করা হয়
কোনো এক গ্রীষ্মের দাবদাহে অথবা
কোনো এক বর্ষণমুখর ক্লান্ত সন্ধ্যেবেলায়,
আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা
অগ্রিম উজাড় করে রাখলাম তোমার জন্যে
তোমার মতোন সকলের জন্যে।
যদি সবার জন্যে নিঃশর্ত শান্তি বয়ে আনে
আমার কবিতার কোনো এক লাইন,
যদি গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় সীমান্তের প্রান্তরে,

যদি কার্গিলের মেশিনগানগুলো থেকে
ছিটকে বেরিয়ে চলে রাশি রাশি লাল হলুদ
গোলাপ চন্দ্রমল্লিকার ঝাঁক,
যদি প্যারাসুট থেকে ঝরে পড়ে চকলেট, ললিপপ
আর লাভ সাইন আঁকা ইনভিটেশান কার্ড
তবে সার্থক ছিলো আমার কবিতাটি
তবে সার্থক ছিলো আমার ফেলে আসা জীবনের
সব কিছু,
সবটুকু এই ধরণী থেকেই পাওয়া।
সব কিছু।

# ছুটি

একটি হলুদ পাতা ঝরে গেছে
পড়ে আছে আমার জানালায়,
ফিরেও তাকাবে না আর কেউ জানি
একটি হলুদ পাতার আজ ছুটি।
প্রেম ভালোবাসা
আত্মীয় অনাত্মীয়
কাজ অকাজ
আড্ডা হৈ চৈ
উচিত অনুচিত
ফুটবল ক্রিকেট
বাম ডান
সভা প্রতিবাদ
মিটিং মিছিল
বর্তমান গণশক্তি
বন্ধুত্ব শত্রুতা
উল্লাস আর্তনাদ
সবকিছু সবকিছু থেকে
আজ ছুটি,
আজ থেকে ছুটি
সব কিছু থেকে
হলুদ পাতাটির।
হায় জীবন চলবে চিরকাল
শুধু হলুদ পাতাটির ছুটি
একলা হলুদ পাতাটির ছুটি।

# শিশু শ্রমিক

যে শিশুটি কাজ করে ইটভাটায়,
বছর আটের যে শিশুটির মাথায়
চার চারটে ইটের বোঝা
তার যন্ত্রণার সমাধান কে ক'রেছে কবে?
যে শিশুটি বাসন মাজে হোটেলের এক কোনে,
যে শিশুটি গড়িয়াহাট মোড়ে বুটপালিশ করে,
যে শিশুটি হাজরা মোড়ে মিষ্টির দোকানে
ফাইফরমাশ খাটে,
যে শিশুটি হকার বেশে প্ল্যাটফর্মে ছুটে বেড়ায়,
আর একটি দুধের শিশু পিঠে বয়ে
যে শিশুটি ভিখিরি সাজে,
যে শিশুটি রিক্‌শা টানে পথেঘাটে,
একশো টাকায় বিহার থেকে বিক্রি হওয়া
যে শিশুটি ইটের বোঝা বইতে গিয়ে পঙ্গু হলো,
যে শিশুটি দিনে রাতে সেলাই শেখে,
যে শিশুটি ঠোঙা বানায়,
যে শিশুটি কাপড় কাচে ঘরে ঘরে,
যে শিশুটি ময়রা সেজে মিষ্টি বেচে,
মুর্শিদাবাদের ছোট্ট বাছা —
কোলকাতাতে রাজমিস্ত্রীর হেল্পার হলো
সেই শিশুটির পেটের ক্ষিদে কে ঘোচাবে?
ঘরে ফেরার রাস্তা ওদের বন্ধ সবার
এমনিতেই আধপেটা ওদের বাপ মায়েরা, ভাই বোনেরা
ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা —
এ জগতে ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা।
স্পষ্ট ভাষায়
এ জগতে ঐ শিশুদের নেই ঠিকানা।

# এই অবেলায় এলে

মাথায় জুঁই ফুল জড়িয়ে
বসে আছি সেই সকাল থেকে
সূর্য যবে আড়মোড়া দিয়েছিলো
একমুখ লাল চোখ নিয়ে,
তোমার ভোরের তখন মাঝরাত বুঝি?
বসে থেকে থেকে জুঁই-এর গন্ধ স্যাতস্যাতে হয়ে গেছে,
পশ্চিমপারে পুবের রৌদ্রের উঁকিঝুঁকি আজ
হন্তদন্ত তুমি —
এই অবেলায় এলে?
ফিরে যাও বন্ধু, যাও ফিরে
যে সূর্য পুবপারে ওঠে
পশ্চিমপারে তার দিনের শেষ
রাতের অন্ধকারে সে হারিয়ে যায়
সে শুধু হারিয়েই থাকে সারারাত।

# রবি রায়

রবি রায় —
মনে পড়ে?
ফেডেড জিন্স আর সবজে পাঞ্জাবী পরে
পৌঁছে যেতে আমার স্কুলের গেটে
বিকেল চারটে দশে,
আমার থেকেও আমার বন্ধুদের উৎসাহ বেশি
উঁকিঝুঁকি অনবরত
চারতলার জানালা থেকে।
রবি রায় —
মনে পড়ে?
সবুজ তোমার প্রিয় রঙ বলে
আমি রোজ সবুজ ফিতেয় দুটি বিনুনি বাঁধতাম
আর তুমি সবুজ পাঞ্জাবীতে,
রবি রায় —
সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বসে কতটা পথে
শুধু নিশ্বাস তোমার আমার।
ট্রামে চড়ে টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ
আবার রাসবিহারী এসপ্ল্যানেড।
রবি রায় —
ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি
ভবানীপুরে তোমার কোচিং ক্লাসের সামনে,
দাঁড়িয়ে থেকেছি গড়িয়ায়-টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে —
গড়িয়াহাটে — রাসবিহারী মেলোডির সামনে,
পার্সে পয়সা নেই বলে বাসে চড়িনি, অটোতে চড়িনি
তবু মাইল তিনেক হেঁটে ঠিক পৌঁছে যেতাম
তোমার ঠিকানায় যখন তখন।
রবি রায় —
মনে পড়ে?
একনাগাড়ে তুমি পড়ে যেতে
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের কবিতা
আর আমার জীবনানন্দ, সুনীল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
একসাথে একমঞ্চে আমরা দুজন!
রবি রায় —

মনে পড়ে?
সেই যে সেদিন
আমাকে চেপে ধরে
শিশুসুলভ দুষ্টুমি করতে গেলে রাস্তার ধারে
আমি রাগে উত্তেজনায় ছুটে পালালাম বাস ধরে,
রবি রায় —
কুড়িটা বছর গেছে চলে
আজও তোমার সাফল্যের গল্প শুনি লোক মুখে
আনন্দে গর্বে চিক্‌চিক করে জ্বলে দুটি চোখ,
রবি রায় —
বহু দূর চলে গেছো জানি,
যদি আর একটিবার দেখা হয় জীবনের কোনো এক বাঁকে
আর একটিবার আমার হাতটা চেপে ধরো,
এখনো তেমনই শীতল স্পর্শ পাবে তুমি
যেমন ছিলো শেষ দিনটায়
শেষ স্পর্শের নেশায়
চৌরাস্তার কোনায়
রবি রায়।
শুনতে কি পাচ্ছো রবি রায়?

# আমার গ্রাম

গ্রীষ্মের দগ্ধ দুপুরে নিজের খেয়ালে
খালি পায়ে হেঁটে চলেছি ধানক্ষেতের আল ধরে,
রৌদ্রছায়া হাত ধরাধরি করে আমার গায়ে গায়ে থাকে,
নিজের ছায়ার থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছেতে
আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি সকাল থেকে,
কখনো মনে হচ্ছে ঐ পুকুরপাড়ের বাঁধানো ঘাট
আমার জন্যেই হাপিত্যেস করে বসে আছে,
আমি আসবো বলে
ডানপারের লতানো আলুর ক্ষেত
শিল্পী তুলিতে এঁকেছে তড়িঘড়ি,
আমি আসবো বলে অন্ধ বুড়িমা
ছোট্ট কুঁড়েঘরের দাওয়ায়
হাতপাখা নিয়ে বসে আছে সেই তখন থেকে,
একবুক জলে নেমে একটি বড় মাছ ধরবার আপ্রাণ
চেষ্টা করছে গ্রামের অনেকে শুধু আমি আসবো বলে,
শুধু আমি আসবো বলে ওদের এতকিছু
তবু ওরা কিছু চায়নি
কিছু পায়নি কোনোদিন আমার থেকে।
ওরা বুকের কাছে আগলে রেখেছে আমাকে
আমার দুঃখের দিনগুলিতে,
আমার মুখে একটু হাসি ফুটলেই
ওরা হেসেছে অনেকক্ষণ ধরে।
আমিও নিজের খেয়ালে বিপদে আপদে
গ্রামের কাছেই দৌড়ে আসি,
আমার চেনা অচেনা ধানক্ষেত, বাবলাবন
মাছরাঙা পাখী, পানা পুকুরে বুনো গন্ধ
ভ্যানরিকশার হাঁকাহাঁকি
লম্ফ জ্বালিয়ে ছেলেবেলার পড়তে বসা
পাকা রাস্তায় ধান শুকনো
সবকিছু আমার কাছে দিব্যি ফিরে আসে
গুটিগুটি পায়ে।

# কাকিমার বাড়িটা

আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতো
জ্যোৎস্নার মা, আমাদের কাকিমা।
এককাঠা জমিতে বেড়ার ঘর টিনের চাল
একটা ঘরে গাদাগাদি করে
ছয় ছেলে, দুই মেয়ে আর কাকিমা,
কাকু মারা গেছে সেই কবেই
আমি তখন খুব ছোটো।
বছরে কদিন যে ওদের ঘরে রান্না হতো
গুনে বলা যায়,
যদিও বা রান্না হতো একবেলা
অন্যবেলা না খেয়েই কাটতো।
কি পরিশ্রমটাই না করতো কাকিমা আট ছেলেমেয়েকে
কোনোরকমে খাইয়ে পরিয়ে রাখার জন্য,
অভাবের সংসারে আজ কয়লা নেই বলে উনুন জ্বলত না
কাল কয়লা কিনতে গিয়ে চালের পয়সা নেই, রান্না হলো না
পরশু কয়লা, চাল আছে কিন্তু তরকারি হয়নি।
শুধু সাদা ভাত, নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ
দুদিন অভুক্ত থাকার পর ওটাই ছিলো ওদের খাবার,
তবু পেট ভরে খেতো সেদিন ওরা সবাই,
কোনো কোনো দিন খুব ভালো মেনু হলে
ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ।
আমি বড়ো হতে হতে একে একে
বিয়েসাদি করে সবাই যে যার আলাদা হলো
ধীরে ধীরে আট ছেলেমেয়ের সংসার হলো
সবাই ছেড়ে চলে গেলে কাকিমাকে,
কাকিমার অভাবের সংসার ছিলো, খাবার
জুটতো না, উপোস করেই কাটতো বেশিদিন
কিন্তু সংসারটা তবু ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা ছিলো।
আজ কাকিমা একা —
শীর্ণকায় চেহারা
অপুষ্টিতে শরীরের হাড় গোনা যায়,
আট ছেলেমেয়ের একজনেরও ফুরসত হয়নি,
কখনো ফুরসত হয়নি মাকে দেখতে আসবার।

শেষের দিকে উদরি হয়েছিল কাকিমার
দীর্ঘ রোগভোগের পর কাকিমা মারা গেলেন বাঙ্গুর হাসপাতালে।
বাড়িটা কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে আজও —
ছেলেরা মাঝে মাঝে এখন আসে
মেজোছেলে এসে টিনের চাল খুলে নিয়ে গেলো
ছোটো এসে বেড়াগুলো নিয়ে গেছে একদিন
বড়ছেলে দেখলাম বাঁশ খুঁটি ধরে টানাটানি করছে
গোটা বাড়িটাই আজ নেই —
গোটা পরিবারের মতোই বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার
কাকিমার বাড়িটার ধ্বংসাবশেষ।

# বিরহ কাছে থাকে

দূরে যাক যত কোলাকুলি
ভাব ভালোবাসা আর দলাদলি
বিরহ তুমি কাছে থাকো।
প্রেম ভালোবাসা ক্ষণিকের,
হিসেবের কানাকড়ি
মিটে গেলে তড়িঘড়ি
উবে যায় সব প্রেম
শেম শেম!
বিরহ বড়ো আপন
টিকে থাকে বহুদিন, বহুক্ষণ
বিরহ কাছে থাকে
বিরহ পাশে থাকে
বিরহ বেঁচে থাকে আজ, কাল
বিরহ বেঁচে থাকে সারাদিন চিরকাল।

# ফেল করা রাত

সারারাত শুধু তুমি আর
তোমাকে নিয়ে তৈরি হওয়া সবকটা দুষ্টুমি,
ঝিলের জলের মতো স্নিগ্ধ ওই চোখদুটোকে
ডুবে ছিলাম সারাটা রাত,
পুরোটা শরীরে আমার আগুন লেগেছিল বোধহয়,
সারাটা ঘরের চারিপাশে রজনীগন্ধা, জুঁই আর
বেলফুলের সাদা অনুভূতি,
আমি স্পষ্ট নিশ্বাস গুনছিলাম —
তোমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিলো
এক, দুই, তিন ...
আমার বুকের পাশে এভাবে
উদভ্রান্তের মতো নিশ্বাস পড়ার মুহূর্তে
যেই বলতে যাবো —
"তুমি চলে যাও আজ রাতে নয়ত কিছু যদি ...
প্রচণ্ড কর্কশ শব্দে আমার টেলিফোন বেজে উঠলো,
টেলিফোন বাজতে থাকলো মিনিটখানেক।
কেমন নিশ্চিন্তে বলে ফেললে
তুমি নাক ডেকে ঘুমিয়েছিলে সারারাত!
টলমলে অসংলগ্ন আমাকে
ফোনের অপরপারে রেখে
কেমন নিশ্চিন্তে বলে ফেললে
"নাক ডেকে ঘুমিয়েছিলে সারারাত!"
একটু ইনিয়ে বিনিয়ে
মিষ্টি মিষ্টি করে
মিথ্যে বললেও কি খুব ক্ষতি হতো তোমার?
অন্তত আজকের রাতটা,
আজকের ফেলকরা রাতটা
নাক ডেকে ঘুমোতে পারতাম আমি।

# ধন্যবাদ তোমাকে

শোনো আমি তোমাকেই বলছি
না শোনার ভান কোরো না
এড়িয়ে যেও না আমায়।
কেন হারিয়ে গেলে তুমি
আমার জীবন থেকে?
শুনতে কি পাও আমার আর্তনাদ?
তুমি কোথায়?
একবার বলতে কি পারতে না
চলে যেতে আমায়?
আমি কি পথ আগলে থাকতাম?
আমি তোমার সাজানো বাগানে
ক্যাকটাস হয়েই না হয় লুকিয়ে থাকতাম,
এত আতঙ্ক ছিলো তোমার আমাকে নিয়ে?
অনেক দেরিতে বুঝেছি হায়
যদিও আগে বুঝলেও হয়তো
নিস্তব্ধতা আর হাহাকার দীর্ঘায়িত হতো আমার,
তাই ধন্যবাদ তোমাকে।
শোনো, না শোনার ভান কোরো না
আমি ধন্যবাদ তোমাকেই জানাচ্ছি।
অন্তত ভদ্রতা করে বোলো
"ইউ আর ওয়েলকাম"।

# ভয়

যদি জানতে চাও
তবে নিশ্চিত বলতে পারি
আমি আঁধারকে ভয় করি,
যে আঁধারের ডাকে সাড়া দিয়ে
ঘরে ঘরে শবেদের সার
মৃত্যুর মিছিলে নীরব সমর্থন বুঝি সবার।
যদি জানতে চাও
তবে নিশ্চিত বলতে পারি
আমি আকাশকে ভয় করি,
যে আকাশের টানে
কত না শিশুদের মায়েরা বাবারা
মিশে আছে তারাদের পাশে পাশে,
আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে
কতনা শৈশব অসহ্য যন্ত্রণা বুকে বয়ে,
আর আকাশটা থেকেছে নির্বিকার।
যদি জানতে চাও
তবে নিশ্চিত বলতে পারি
আমি রাত্তিরকে ভয় করি,
যে রাত্তিরের আকাশে পরিষ্কার
তারা গোনা যায়,
যে রাত্তিরের আঁধারে স্তব্ধ হয়ে রয়
জীবনের হাতছানি,
আমি সেই রাত্তিরকে ভয় করি।
আমি গোটা রাত্রি ভয় পেয়ে
রাত জেগে থাকি,
আমি জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকি
সারারাত।

## কে ?

কে যেন আমার সারাটা শরীরে
সবুজ আবীরে স্নান করিয়ে দিলো,
গোধূলি বেলায় শুনশান রাস্তা বনধের চেহারা নিয়েছে,
কে যেন আমায় পেছন থেকে জাপটে ধরলো,
তার দুইহাতে চেপে ধরা আমার দুটো চোখ
তার দুই হাতে চেপে ধরা আমার সারাটা শরীর।
কে যেন আমার চলার গতিপথ
আমার অলক্ষ্যে উল্টেপাল্টে দিলো,
বামদিকের মসৃণ রাস্তার ওপরে দাগ কেটে কেটে
ডানদিকের রাস্তা আঁকা,
ডানপারের কাঁচা রাস্তা চোরা অন্ধগলি
বামপারে এসে গেছে,
কে যেন আমায় কাঁচা রাস্তার মোড়ে
আবীরে রাঙানো জামাকাপড় ধরে
টানাটানি করছে, আবীরের সবুজ নিপাত যাক
আবীরের সবুজ নিপাত যাক চিৎকারে
কে যেন আমার সারাটা উলঙ্গ শরীরে
লাল আবীরে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে।
একলা দাঁড়িয়ে আমি সূর্যাস্তের কাছাকাছি।
লাল দিগন্ত —
লাল উন্মুক্ত দিগন্তকে পাশে দিয়ে
রক্তাক্ত উলঙ্গ শরীরে —
একলা দাঁড়িয়ে আমি সূর্যাস্তের পাশাপাশি।

# ভগবান

তুমি কোথায়?
এই অন্ধকারে মাঝরাতে কোথায় খুঁজবো তোমায়?
রাস্তায় বেরিয়ে উন্মাদের মতো হেঁটে যাচ্ছি ফুটপাত ধরে।
তুমি যে বলেছিলে সব জায়গায় তুমি আছো
সব সময় তুমি পাশে থাকবে আমার?
রাতের পাখীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিটি রাস্তা
কুকুরেরা আমাকে পাগল ভেবে তাড়া করছে
বালির লরিগুলো প্রচণ্ড শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে যাচ্ছে
মাতালের মিছিল বসেছে রাস্তার বাঁয়ে ডাইনে সর্বত্র
এই অন্ধকারে কে যেন আমার ছায়ার পাশে পাশে
হাঁটছে সেই তখন থেকে,
আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি
আবার হাঁটছি, উন্মাদের মতো হাঁটছি,
তুমি কোথায়?
কোথায় খুঁজবো তোমায় এই মাঝরাতে?
যদি খুঁজে না পাই তোমায় —
আমি কি করে নিশ্বাস নেবো কাল থেকে?
চারিদিকে মৃত্যুর মিছিলে তুমি কোথায়?

# বান

হড়কা বান আমি দেখিনি,
উদ্দাম যুবক যুবতীর উচ্ছৃঙ্খল যৌনতাকে
বানের তোড়ে ভেসে যেতে শুনেছি
কল্পনায় ছবি এঁকেছি সেই বীভৎসতার,
ছেলেটি অর্ধনগ্ন, অসাড়
হাতের মুঠোতে তখনও শক্ত কাঠ পাথর
উপরে ফেলা দুর্বাঘাস
শুধু একটু জীবনের সন্ধানে।
হড়কা বান আমি দেখিনি, তবু
একটি ঝড়ের রাতে বিছানার পাশে শুয়ে
টুকিদের ছাদের জলের ট্যাঙ্ক ওভারফ্লো করতে দেখেছি;
সে জলের তোড়ে খড়কুটোর মতো
ভেসে গেছে কালো পিঁপড়ের দল,
ওদের জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখেছি
শেষ মুহূর্ত অবধি।
হড়কা বান আমি দেখিনি,
যুবক যুবতী আজ স্নিগ্ধ নদীর পাশে
চড়ুইভাতিতে মগ্ন,
ওদের উদ্দামতা ভিজে গেছে
ঝিরঝিরে বৃষ্টির স্পর্শে,
হড়কা বান আমি আজও দেখিনি।

# আয়েলা

আয়েলা এসেছিলো সেদিন
মৃত্যুর জীবন্ত দূত হয়ে
ময়দানবের বেশে আয়েলা এসেছিলো সেদিন।
এক লহমায় মাঠ ময়দান সমুদ্র পুকুর
গাছপালা লোকালয় বসতি
সড়ক রেলপথ স্টেশন বন্দর
চটকে দলা পাকিয়ে দিয়ে গেছে আয়েলা।
পচা গলা গরু ছাগল গাছের মগডালে
আটকে পড়েছে শুনেছি,
বৃদ্ধ বৃদ্ধা নারী পুরুষ ভেসে গেছে
বাঁধভাঙা জলের স্রোতে,
জলের তোড়ে ভেসে গেছে জীবনের ছাপ।
সহায় সম্বলহীন মানুষের মিছিল আজও
সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পথে পথে
দিশেহারা ঘুরে ফেরে,
আজও কান পাতলেই শোনা যাবে
অন্নহীন বস্ত্রহীন কতশত মানুষের কান্নার রোল,
কতশত সাজানো জীবন
তছনছ করে দিয়ে গেছে একলা আয়েলা।
আয়েলা এসেছিলো সেদিন —
একলা ময়দানবের বেশে
আয়েলা এসেছিলো সেদিন।

# আমি আর আমার মন

সকাল সকাল মনকষাকষি করে ফেলেছি
আমার মনের সাথে,
আমি যেতে চাইছি বারাসাতের দিকে আর
মন পড়ে আছে ময়দানের পথেঘাটে।
টালিগঞ্জ মেট্রো থেকে একটি টিকিট কেটে
মনকে চাপিয়ে দিলাম ময়দানের পথে,
বাইপাসের ধার দিয়ে সিটিসি বাসে বসে
কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের অ্যানাউন্সমেন্ট
দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলাম,
দুপাশে সবুজ প্রান্তর আর মাঝে হাইরাইজ,
নেতাজী সুভাষ মেট্রো স্টেশন কখন পেরিয়ে
গেছে মনের ভুলে,
তীব্র বেগে বাইপাসের রাস্তায় আমি আর
ময়দান মেট্রো স্টেশনে নেমেছে আমার মন।
বাতাসের সাথে লুকোচুরি খেলছিলাম
চিংড়িঘাটা মোড়ে, মন আমার একলাফে
ভিক্টোরিয়ার ঘোড়ার গাড়ী চেপেছে,
কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতেই চমকে উঠি!
মন আমার রেড রোডের ধার ধরে
আপনমনে ঘোড়ায় সওয়ার,
পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যায় কোয়ালিস
হণ্ডাসিটির ঝাঁক,
মন আমার নীচু স্বরে গান ধরেছে মাতাল করা,
একটুক্ষণ ভেবে আমিও নেমে পড়ি
উল্টোডাঙার মোড়ে,
মনের খোঁজে মনের টানে উল্টোপথে ট্যাক্সি ধরি
মন আমার চুপটি করে এসে দাঁড়ায়
ফুচকাওয়ালার পাশে,
আমি তখন ট্যাক্সি নিয়ে ভিক্টোরিয়ার টার্নিং-এ
অবাকচোখে মনকে দেখি
দু'টাকার চুরমুর খেতে
গোটা শালপাতা চেটে।
অবাকচোখে তাকিয়ে দেখি মনকে আমার
দুপুর দুপুর।

# পতাকা

চলো দেশের পতাকা তুলে ধরি
মায়ের ঋণ শোধ করবার সময় এসেছে আজ,
চলো সহায় সম্বলহীন মানুষের পাশে
ঢাল হয়ে দাঁড়াই,
রাস্তার ধারে শুয়ে বসে থাকা
বৃদ্ধ বৃদ্ধার পাশে গিয়ে বসি,
একবেলা পেট পুরে যদি খাওয়াতে পারো ওদের
তবে মায়ের স্নেহের চুম্বন পাবে নিশ্চিত।
চলো দেশের পতাকা তুলে ধরি ।
সমুদ্র বন্দরে পাহাড়ে মরুপ্রান্তরে
নিরলস পাহারা দেয় যে সেনা দিনরাত,
ওদের বিধবা মা মাটির দাওয়ায় একলা বসে
ঝাপসা হয়ে আসা চোখে
পথ চেয়ে থাকে রোজ,
পোস্টম্যানের সাইকেলের শব্দে
পায়ে লাল টুকটুকে আলতা আঁকা জওয়ানের স্ত্রী
ছুটে আসে গ্রামে গ্রামে একটি চিঠির আশায়,
সে চিঠিটা আজও লেখাই হয়নি।
সীমান্তে সীমান্তে মাকে পাহারা দিয়ে থাকে
বীর জওয়ান,
তার সময় নেই অন্য কিছুর, অন্য কোনো বিলাসিতার
মা দিয়েছে একটি জীবন, অন্ন, বস্ত্র, মান
দেশের সেবায় দেশ রক্ষায় আত্মবলিদান
বীর জওয়ানের বেঁচে থাকার এটাই অভিমান।
চলো দেশের পতাকা তুলে ধরি।
মায়ের ঋণ শোধ করবার সময় এসেছে আজ,
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অতন্দ্র রক্ষীদের সাথে
সীমান্তের প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াই,
গুলি খাই খাবো
মৃত্যু আসবে সবার
তার থেকে শহীদ হওয়া ভালো,
মায়ের কোলে নিশ্চিত আশ্রয় পাবো।
চলো নাম লেখাই

চলো সেনাবাহিনীতে যাই
মায়ের ঋণ শোধ করবার সময় বড়ো কম,
চলো ভাই সব্বাই
মায়ের ঋণ শোধ করবার তাগিদে
সেনাবাহিনীতে নাম লেখাই।
চলো দেশের পতাকা তুলে ধরি।

## যদি বলি

যদি বলি আমি ভালো আছি
ভালো বলবে কার থেকে ভালো?
নাম ক'রে ক'রে বলো
কার কার থেকে ভালো আছো,
যদি বলি আমি তুলনায় নেই
আমি আমাকে নিয়েই ভালো আছি,
ভালো বলবে মিথ্যে বোলো না —
তুমি ভালো নেই,
তুমি অমুকদার থেকে ভালো নেই —
এটা তুমি তমুকদার কাছে কবে যেন বলেছিলে?
যদি বলি আমি ভালো নেই
ভালো বলবে কত লোক তো
আরো ভালো নেই।
তুমি খেতে পাও, শুতে পাও
গাড়ি চড়ো, এসি গাড়ি চড়ো
মাছ-ভাত খাও, খাট পালঙ্কে শোও
কতো মানুষ তো এতো ভালো নেই,
তবে যে বলছিলে তুমি ভালো নেই?

# পেটের জন্য

স্বরস্বতী পুরজা

একটি পেটের জন্যে রাত জেগে থাকা
একটি পেটের জন্যে অফিস কাছারী
একটি পেটের জন্যে বায়োডাটা লিখি
একটি পেটের জন্যে নকরী ডট্ কম
একটি পেটের জন্যে ওভারটাইম রোজ
একটি পেটের জন্যে টেনশান স্ট্রেস
একটি পেটের জন্যে স্লিপিং পিল
একটি পেটের জন্যে ওভারওয়েট হয়
একটি পেটের জন্যে মর্নিং ওয়াক করি
একটি পেটের টানে সিডিউল ফিক্সড
একটি পেটের টানে রোজ ঘুম ভাঙে
একটি পেটের টানেই সবকিছু রোজ।

# আজ

আজকে বেঁচে আছি
কালকের গ্যারান্টি কই?
আজকে যে বিছানাটা আমার
যে বালিশে মাথা রাখার অধিকার কেবল আমার
কাল হয়তো সেটি অন্য কারো,
আজকে যে মানুষটা একান্ত আমার
যে বন্ধুত্বের বন্ধনে তুমি আমি, আমি তুমি
কাল বুঝি বিদায়ের দরজায় একলা দাঁড়িয়ে সে,
আজকের পথিকের পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা জনপদ
কালকে নির্বাক শোকস্তব্ধ,
আজকের বিজয় উল্লাস উত্তেজনা
কালকেই হবে ম্লান।
আজকের কাজ তাই আজ
কালকের কাজও তাই আজ,
কাল আসবে কালের নিয়মে
কালকের জটিলতা আজকের কাছে মাথা নত,
কালকে ভোর হলে তাই ঘুম ভেঙে বোলো আজ,
কোরো আজকের জয়ধ্বনি
তুলে ধরো আজকের জয়ধ্বজা
যা কিছু সব আজ, সব আজকে।

# দেখা হয়নি

কতোদিন চেয়ে দেখা হয়নি
কতোকাল চেয়ে চেয়ে দেখা হয়নি
কতোদিন ফিরে দেখা হয়নি
কতোকাল ফিরে ফিরে দেখা হয়নি
কতোদিন চোখ চেয়ে দেখা হয়নি
কতোকাল দূর পানে খুঁজে দেখা হয়নি।
কতোদিন তুমি দেখা দাওনি
কতোকাল ধরে দিন গোনা হয়নি
কতোদিন ধরে কাল আসবে বলোনি
কতোকাল ধরে একদিন একরাত
কতোদিন ধরো কালোদিন কালোরাত
কতোকাল ধরে চেয়ে থাকি সারাদিন সারাদিন
কতোদিন ধরে শুধু কালোরাত কালোরাত
কতো কতো কালো দিন
কতো কতো কালো রাত
কতোদিন চেয়ে দেখা হয়নি
কতোকাল তুমি দেখা দাওনি
কতোদিন কতোকাল
কতো কতো দিন
কতো কতো কতো কাল ...

# পিছুটান

কোন পিছুটানে সকাল হলে
সূর্য পুব আকাশে উদয় হয়,
কার পিছু পিছু সে পশ্চিমপারে সরে সরে যায়।
কোন পিছুটানে সকাল সকাল ঘুম ভাঙে,
কার পিছু পিছু রাতের আঁধারে
গুটিশুটি মারি ঘুমের দেশে।
কোন পিছুটানে চোখ মেললেই
স্মৃতির দরজা খোলে,
কার পিছু পিছু খুঁজে ফিরি ফেলে আসা ছেলেবেলা।
কোন পিছুটানে শুধু থেকে থেকে নিঃশ্বাস পড়ে,
কার পিছু পিছু বিশুদ্ধ অক্সিজেন মেশে
শিরা উপশিরা বেয়ে আমার হৃদয় গহ্বরে।
কোন পিছুটানে একত্রিশে ডিসেম্বরের রাত বারোটা,
এতসব প্রশ্নমালার পিছুপিছু
আমায় ঠেলে দেয় দুহাজার নয় সালের মাঝখানে।

# কেউ জানে না

আর কটা রাত এই বিছানায় শুয়ে
একটা কবিতা লেখার ইচ্ছেতে ছট্‌ফট করবো
কেউ জানে না।
আর কটা সকালে সূর্যের উষ্ণ স্পর্শে
মনের দরজা, জানালা খুলবে
কেউ জানে না।
আর কতকাল পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরবে
আর বারোঘন্টা অন্তর দিন হবে, রাত হবে কেউ জানে না।
আর কতকাল আমার হৃদয় আমার থাকবে,
আমি হাসলে সে হাঃ হাঃ করে হাসবে,
আমি কাঁদলে সে হাউমাউ করে কাঁদবে,
আমি ডিগবাজি খেলে
সে পাল্টা তিন ডিগবাজি খাবে
কেউ জানে না।

# দেশলাই কাঠি

একটা দেশলাই কাঠি পারে
গোটা বারুদের টিপ বুকে বইতে,
একটা দেশলাই কাঠি পারে
একশ বছরের অন্ধকার মৃত্যু উপত্যকায়
আশার আলো জ্বালাতে,
একটা দেশলাই কাঠি পারে
হাজার হাজার অভুক্ত মানুষের স্বপ্নে
একখানা ফুরফুরে সাদা ভাতের থালা পেড়ে আনতে,
একটা দেশলাই কাঠি পারে
একটা জলজ্যান্ত সভ্যতার আলোকে
একশ বছরের জন্যে মৃত্যু উপত্যকার
ধ্বংসাবশেষে পরিণত করতে,
একটা দেশলাই কাঠি একা
প্রাণবন্ত জনপদে শ্মশানের নীরবতা বয়ে আনে,
একটা দেশলাই কাঠি একা
নিস্তব্ধ শ্মশানের আঁধার সরিয়ে
একশ মানুষের শরীরে
আতঙ্কের চেপে থাকা পাথর গুঁড়িয়ে
এক আউন্স করে অক্সিজেন ভরে দেয়।

# মোমবাতি

সাদা ধবধবে দুধসাদা তুমি
ছিপছিপে মেদঝরা দেহ
একবুক আগুন বয়ে বেড়াও দিনরাত।
মিশেমিশে আঁধারে ঘুম আসে না,
এমনিতে ভীরু আমি
ভয় পাই যত পাপ করেছি জীবনে,
কালো কালো শুঁড়ওয়ালা, ঠোঁটওয়ালা ভূতগুলো
ঘাড়ে চেপে ধরে রাত যত বাড়ে,
সাদা ধবধবে দুধসাদা তুমি
একবুক জ্বালা নিয়ে
দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে
আমার কুঁকড়ে থাকা
দুমড়ে মুচড়ে পড়া পৌরুষকে
ভাগ্যিস একটুকু শ্বাস নিতে দাও!
দমভোর বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাই আমি।
মোমবাতি, মোমবাতি।

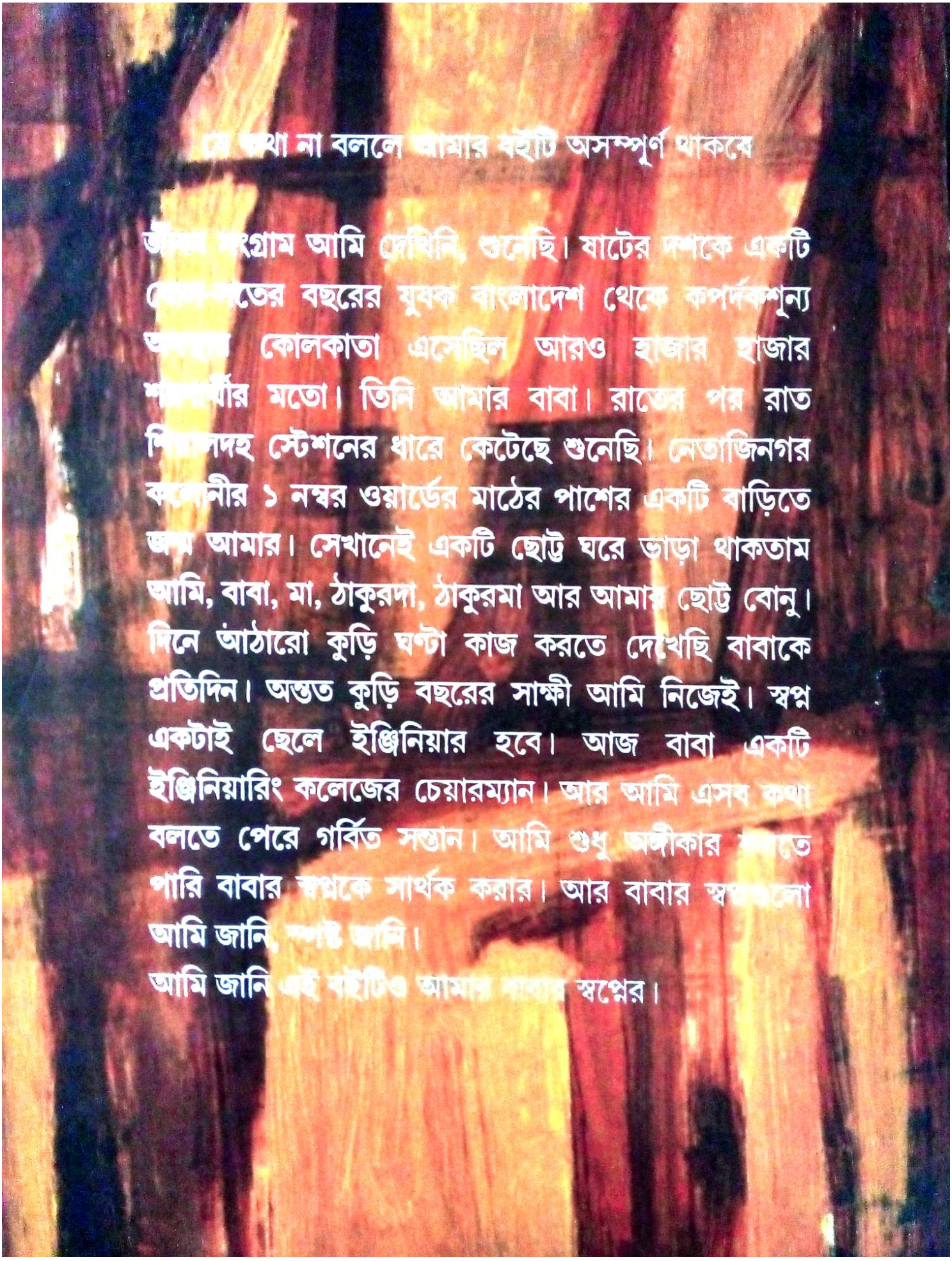

## যে কথা না বললে আমার বইটি অসম্পূর্ণ থাকবে

জীবন সংগ্রাম আমি দেখিনি, শুনেছি। ষাটের দশকে একটি ষোল-সতের বছরের যুবক বাংলাদেশ থেকে কপর্দকশূন্য অজানার কোলকাতা এসেছিল আরও হাজার হাজার শরণার্থীর মতো। তিনি আমার বাবা। রাতের পর রাত শিয়ালদহ স্টেশনের ধারে কেটেছে শুনেছি। নেতাজিনগর কলোনীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠের পাশের একটি বাড়িতে জন্ম আমার। সেখানেই একটি ছোট্ট ঘরে ভাড়া থাকতাম আমি, বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা আর আমার ছোট্ট বোনু। দিনে আঠারো কুড়ি ঘণ্টা কাজ করতে দেখেছি বাবাকে প্রতিদিন। অন্তত কুড়ি বছরের সাক্ষী আমি নিজেই। স্বপ্ন একটাই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আজ বাবা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান। আর আমি এসব কথা বলতে পেরে গর্বিত সন্তান। আমি শুধু অঙ্গীকার করতে পারি বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার। আর বাবার স্বপ্নগুলো আমি জানি, স্পষ্ট জানি।

আমি জানি এই বইটিও আমার বাবার স্বপ্নের।